ইউনিট ১১

হালাল-হারাম

হালাল-হারাম ইসলামী শরীআতের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয়। শরীআতের এমন কোন বিষয় নেই যার সঙ্গে হালাল ও হারাম (বৈধ ও অবৈধ)-এর সম্পর্ক নেই। তাই আমাদেরকে হালাল ও হারামের পরিচয়, এর মূলনীতি এবং হালাল-হারাম বস্তুসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অত্যাবশ্যক। এ ইউনিটে এ সব বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। ইউনিটের বিষয়গুলোকে আমরা দু'টো পাঠে আলোচনা করেছি।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১ : হালাল-হারামের পরিচয়

❖ পাঠ-২ : হালাল-হারাম খাদ্যদ্রব্য ও পশু পাখির পরিচয়

পাঠ-১

হালাল-হারামের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- হালালের পরিচয় দিতে পারবেন;
- হারামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হালাল-হারামের মূলনীতি বর্ণনা করতে পারবেন।

হালাল ও হারাম (বৈধ ও অবৈধ)

কুরআন ও হাদীসে যে সব বিষয়কে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে শরীআতের পরিভাষায় তা হালাল। আর কুরআন ও হাদীসে যে সব বিষয়কে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে শরীয়তের পরিভাষায় তা হারাম।

ইসলামী শরীআতে হালাল ও হারাম বিষয় দু'টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সকল আসমানী গ্রন্থে হালাল ও হারাম সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। الحلال بين و الحرام بين "হালাল বিষয়গুলো সুস্পষ্ট আর হারাম বিষয়গুলোও সুস্পষ্ট (মুসলিম)।" হালাল-হারামের বিষয়টি শরীআত কর্তৃক বর্ণিত ও নির্ধারিত। কুরআনও ও হাদীসে যে সব বিষয়কে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে শরীআতের পরিভাষায় তা হালাল। আর কুরআন ও হাদীসে যে সব বিষয়কে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে শরীয়তের পরিভাষায় তা হারাম।

হালাল-হারাম এর বিধান জারি করার উদ্দেশ্য

হালাল ও হারাম শুধু পানাহারের মধ্যে সীমিত নয় বরং সব কাজকর্ম, কথা-বার্তা, লেনদেন, খাদ্য-দ্রব্য তথা মানুষের সকল দিক ও বিষয় এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

হালাল ও হারামের বিধান জারি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানব জাতির কল্যাণ সাধন করা এবং অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এ বিধান পালনেই নিহিত রয়েছে মানুষের আত্মার প্রশান্তি ও দেহের কল্যাণ এবং বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা। হালাল গ্রহণের ফলে আত্মা ও সমগ্র শরীর সুস্থ থাকে ও ভাল কাজ করতে সক্ষম হয় আর হারাম গ্রহণের ফলে আত্মা ও সমগ্র দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ভাল কাজ করতে সক্ষম হয় না। হাদীসে এসেছে-

اذا صلحت صلح الجسد كله و اذافسدت فسد الجسد كله.

"আত্মা যখন সুস্থ থাকে তখন সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সুস্থ থাকে। আর (হারাম গ্রহণের ফলে) আত্মা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে ফলে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মন্দ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে (মুসলিম শরীফ)।" এ বিধান দীন-ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর থেকে সকল প্রকার কঠোরতা তুলে নিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "ইসলামে কোন কঠোরতা ও জটিলতা নেই।" কোন কিছুই নিষিদ্ধ নয় এ নীতিহীনতা থেকেও তিনি আমাদের মুক্ত করেছেন। কোন কোন গোষ্ঠী কৃচ্ছতাসাধন করতে গিয়ে সকল প্রকার হালাল বস্তুকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে। ইসলামের হালাল ও হারামের বিধান মানুষকে এ গর্হিত নীতি থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। ইসলামী বিধান কঠোরতা ও শিথিলতা এ দুই এর মাঝামাঝি একটি গ্রহণযোগ্য ও সহজসাধ্য বিধান। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

হালাল ও হারাম নির্ধারণের সর্বময় ক্ষমতা আল্লাহর। কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلأَغْلاَلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ

"যারা অনুসরণ করে বার্তবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ ও বর্ণনা রয়েছে তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে। যিনি তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেন ও অসৎকাজে বাধা দেন। যিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করেন ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করেন এবং তিনি তাদের মুক্ত করেন তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া গুরুভার থেকে ও শৃংখল থেকে।" (সূরা আল-আরাফ : ১৫৭)

হালাল ও হারামের মূলনীতি

ক. কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম তা নির্ধারণে মানুষের কোন ইখতিয়ার নেই। হালাল ও হারাম

নির্ধারণের একমাত্র সর্বময় ক্ষমতা আল্লাহর। কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নির্ধারিত। কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক ঘোষিত হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করে তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"যা তোমাদের জন্য তিনি (আল্লাহ) হারাম করেছেন তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।" (সূরা আল-আনআম : ১১৯)

খ. সকল প্রকার হারাম বস্তুই ক্ষতিকর

শরীআতের সকল বিধানই মানুষের জন্য কল্যাণকর। সেসব বস্তু অপবিত্র, নিকৃষ্ট এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর আল্লাহ তা'আলা সেগুলো হারাম করে দিয়েছেন, তিনি ইরশাদ করেন-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

"লোকেরা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, উভয়ের মধ্যে রয়েছে বড় ধরনের পাপ ও অপকারিতা, তবে এতে মানুষের জন্য উপকারও রয়েছে। কিন্তু এগুলোর পাপ ও অপকারিতা উপকার অপেক্ষা অধিক।" (সূরা আল-বাকারা : ২১৯)

যে সকল উপকরণ হারাম কাজ সংঘটিত হওয়ার কারণ হিসেবে প্রমাণিত শরীআত সেগুলোকেও হারাম করে দিয়েছে।

গ. যে সকল উপকরণ হারাম কাজ সংঘটিত হওয়ার কারণ হিসেবে প্রমাণিত শরীআত সেগুলোকেও হারাম করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মূলনীতি হচ্ছে ما أدى الى الحرام فهو حرام "যা কিছু হারামের দিকে ধাবিত করে তাও হারাম।"

যেমন- ব্যভিচার হারাম, যে সব কাজ ব্যভিচারের পথে মানুষকে ধাবিত করে, ব্যভিচারের প্রতি উৎসাহিত করে শরীআত সেগুলোকেও হারাম করেছে। যেমন- চরিত্র ধ্বংসকারী বই এবং পত্রপত্রিকা, নগ্ন ছবি, যৌন উত্তেজক গান-বাজনা ইত্যাদি।

ঘ. হারাম কাজ করার জন্য অপকৌশল অবলম্বন করাও হারাম। হারামকে হালাল করার অপকৌশল অবলম্বন করাও হারাম। এটা শয়তানের প্ররোচনা। শয়তান যুগে যুগে মানুষকে বিভিন্ন ধরনের অপকৌশল অবলম্বনে হারামকে হালাল করার জন্য উৎসাহিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদেরকে শনিবার দিন মাছ ধরতে নিষেধ করেন। তারা কৌশল অবলম্বন করে শুক্রবারে গর্ত খুঁড়ে রাখতো, শনিবারে তাতে এসে মাছ জমা হতো, আর রোববার দিন তা তারা ধরত। আল্লাহ তা'আলা এজন্য তাদের শাস্তি প্রদান করেন।

কোনো হারাম জিনিসের নাম বা তার বাহ্যিক আকৃতি পরিবর্তন করলে এবং তাতে তার মূল অবস্থার কোন পরিবর্তন না ঘটলে সে জিনিস হালাল হবে না বরং হারামই থেকে যাবে।

ঙ. কোনো হারাম জিনিসের নাম বা তার বাহ্যিক আকৃতি পরিবর্তন করলে এবং তাতে তার মূল অবস্থার কোন পরিবর্তন না ঘটলে সে জিনিস হালাল হবে না বরং হারামই থেকে যাবে। যেমন, মদকে পানীয় এবং সুদকে মুনাফা নামে অভিহিত করলে তা হালাল হবে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- "আমার উম্মাতের একদল লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তাকে হালাল মনে করবে।" নবী করীম (স) আরও বলেন- "এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষ সুদকে ক্রয়-বিক্রয়ের নামে অভিহিত করে তা হালাল মনে করবে।"

চ. অপবিত্র খাদ্য ও পানীয় এবং নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম। এছাড়া পানীয় দ্রব্যে হারাম মিশলে তা হারাম হয়ে যায়।

ছ. দাঁত দিয়ে শিকারকারী সকল হিংস্র জন্তু এবং নখ দিয়ে শিকার কারী সকল পাখি হারাম।

জ. যে সব বস্তু হারাম তা বিক্রি করে অর্থ ব্যবহার করাও হারাম। যেমন- মদ। তবে কিছু কিছু বস্তু শরীআত হালাল করে দিয়েছে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. হালাল হচ্ছে-
   ক. কুরআন ও হাদীস যে সব বিষয় ও বস্তুকে বৈধ ঘোষণা করেছে;
   খ. সরকার যে সব বিষয় ও বস্তুকে বৈধ বলেছে;
   গ. মানুষ যে সব বিষয় ও বস্তুকে বৈধ করেছে;
   ঘ. মানুষের মন যে সব বিষয় ও বস্তুকে বৈধ মনে করে।

২. হারাম হচ্ছে-
   ক. মানুষের অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ; খ.সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ;
   গ. সমাজ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ; ঘ.কুরআন ও হাদীস কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় ও বস্তুসমূহ।

৩. হালাল-হারামের বিধান জারি করা হয়েছে-
   ক. শুধু মানব জাতির কল্যাণ সাধন করার জন্য; খ.মানব জাতিকে বিপদে ফেলার জন্য;
   গ. মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য; ঘ.মানব জাতির কল্যাণসাধন করা ও অকল্যাণ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য।

৪. হালাল-হারাম নির্ধারণের ইখতিয়ার-
   ক. একমাত্র আল্লাহর; খ.আল্লাহ ও বান্দার উভয়ের ;
   গ. সমাজের; ঘ.সরকারের।

৫. কেউ যদি আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত হালাল-হারাম বস্তুকে হারাম ও হালাল মনে করে-
   ক. সে পূর্ণ মুমিন নয়; খ.সে পাপী;
   গ. সে কাফির; ঘ.সে বিদআতী।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হালাল ও হারাম কাকে বলে? আলোচনা করুন।
২. হালাল ও হারাম নির্ধারণের ইখতিয়ার কার? বর্ণনা করুন।
৩. যে কৌশল অবলম্বন হারামের প্রতি উৎসাহিত করে তার বিধান কী? লিখুন।
৪. যে কাজ মানুষকে হারামের প্রতি উৎসাহিত করে তার বিধান লিখুন।
৫. কোনো হারাম বস্তুর নাম পরিবর্তন করলে তা হালালে পরিণত হয় কিনা? লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. হালাল ও হারামের পরিচয়সহ এর মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ-২

হালাল-হারাম খাদ্যদ্রব্য ও পশু পাখির পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- হালাল বস্তুর বর্ণনা দিতে পারবেন;
- হারাম বস্তু সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- হালাল পশু সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- হারাম পশু সম্পর্কে বলতে পারবেন।

খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়

- অপবিত্র, ক্ষতিকর এবং নেশা জাতীয় দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য সকল খাদ্যই হালাল। এছাড়া মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায় এমন বস্তু এবং অপরের মালিকানাধীন বস্তু অনুমতি ছাড়া ভক্ষণ করা হারাম।
- পানীয় দ্রব্যে অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত হলে তা হারাম হয়ে যায়।
- বিষ এবং বিষ জাতীয় সকল বস্তুই হারাম। প্রাণী এবং বিষাক্ত উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত সকল বিষই হারাম।
- বিষ নয় অথচ ক্ষতিকর এমন বস্তু ভক্ষণ করা হারাম। যেমন: কাদা, মাটি, পাথর, কয়লা ইত্যাদি।
- ধূমপান একটি ক্ষতিকর বস্তু। এটি স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। সম্পদের অপচয় ঘটায়। এ কারণেই এটিও হারাম বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত।
- যে বস্তুতে অন্যের অধিকার আছে তা বিনা অনুমতিতে ভক্ষণ করা হারাম। যেমনঃ চোরাই মাল, লুটতরাজের মাল, ছিনতাইকৃত মাল ইত্যাদি।

হালাল ও হারাম প্রাণী

প্রাণী দুই প্রকার : জলচর প্রাণী ও স্থলচর প্রাণী। এ সকল প্রাণীর মধ্যে কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম শরীআতে এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"যা তোমাদের জন্য তিনি হারাম করেছেন তা তিনি তোমাদের নিকট বিশদভাবেই বিবৃত করেছেন, তবে তোমরা নিরূপায় হলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার।" (সূরা আল-আনআম : ১১৯)

জলচর প্রাণী

জলচর প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মাছ হালাল। মাছ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীই হালাল নয়। নবী (স) বলেন:

هو الطهور ماءه والحل ميتة

"সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত (মাছ) হালাল।"

মৃত মাছ যদি হালাল হয় তাহলে জীবিত মাছ তো অবশ্যই হালাল হবে।

স্থলচর প্রাণী

স্থলচর প্রাণীর মধ্যে গৃহপালিত ও অন্যান্য অহিংস জন্তু হালাল। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

"তিনি চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; এতে রয়েছে শীত নিবারক উপকরণ এবং অনেক উপকারিতা। এ থেকে তোমরা আহার করে থাক।" (সূরা আন-নাহল : ৫)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

"হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, যা তোমাদের নিকট বর্ণিত হচ্ছে তা ছাড়া চতুস্পদ জন্তু তেমাদের জন্য হালাল করা হলো।" (সূরা আল-মায়িদা : ১)

আয়াতাংশে উল্লিখিত আনআম (চতুস্পদ জন্তু) দ্বারা উট, গরু, ছাগল ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুকে বুঝায়।

হালাল প্রাণীসমূহ

গরু, মহিষ, উট, ছাগল, হরিণ, ভেড়া ইত্যাদি হালাল প্রাণী। কিন্তু ঘোড়া ও গৃহপালিত গাধা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। বন্য গাধা এবং খরগোশও হালাল। নবী করিম (স)-কে একদা একটি ভুণা খরগোশ

হাদিয়া দেওয়া হয়। তিনি তা থেকে ভক্ষণ করেন এবং সাহাবীগণকে তা থেকে খাওয়ার জন্য বলেন। এছাড়া খরগোশ হিংস্র জন্তুও নয় এবং সে কোন মৃত জিনিসও খায় না। কাজেই তা খাওয়া হালাল।

হারাম প্রাণীসমূহ

পশু পাখি হারাম হওয়া সংক্রান্ত মূলনীতি হল-

দাঁত দিয়ে শিকারকারী হিংস্র জন্তু এবং নখর দিয়ে শিকারকারী পাখি খাওয়া হারাম।

দাঁত দিয়ে শিকারকারী হিংস্র জন্তু এবং নখর দিয়ে শিকারকারী পাখি খাওয়া হারাম বা অবৈধ। নখর দন্ত দিয়ে শিকারকারী সকল প্রকার পাখি এবং দাঁত দিয়ে শিকারকারী সকল প্রকার হিংস্র জন্তু খেতে নবী করীম (স) নিষেধ করেছেন। ঈগল, বাজ, শকুন, চিল, কাক ইত্যাদি নখর দিয়ে শিকার করে বলে এসব পাখি খাওয়া জায়েয নেই। বাঘ, সিংহ, চিতা, বানর, ভালুক, হাতি, কুকুর, শিয়াল, বিড়াল ইত্যাদি জন্তু দাঁত দিয়ে শিকার করে থাকে। এ কারণে এসব জন্তু খাওয়া অবৈধ। সাপ, গুইসাপ, বেজি, ইঁদুর, চিকা, বাদুর, কচ্ছপ, ভীমরুল এবং সকল প্রকার পোকা মাকড় খাওয়া নাজায়েয।

কুরআন বর্ণিত ১০ প্রকার হারাম খাদ্য

১. মৃত জন্তু : যেহেতু এটি ঘৃণার সৃষ্টি করে, শরীরের জন্য ক্ষতিকারক, তাই এটি হারাম।
২. প্রবাহিত রক্ত: প্রবাহিত রক্ত অপবিত্র। সুস্থ মানব প্রকৃতি স্বভাবতই তা ঘৃণা করে থাকে। এছাড়া মৃত জন্তুর মতো এতে ক্ষতিকর জীবাণু থাকাও সম্ভব। জাহিলী যুগে তীব্র ক্ষুধার তাড়নায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে উট বা অন্য কোন জন্তুকে আঘাত করা হতো। রক্ত যখন ফিনকি দিয়ে বের হত তখন আঘাতকারী ব্যক্তি তা পান করত। এতে জন্তুটি তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করত এবং দুর্বল হয়ে পড়ত। এসব কারণে আল্লাহ তা'আলা প্রবহমান রক্ত হারাম করে দেন।
৩. শুকরের মাংস: শুকরের মাংস খাওয়া হারাম। শুকর মূলত অপবিত্র। শুকর সাধারণত মল মূত্র ইত্যাদি নাপাক বস্তু খেয়ে থাকে। অধিকন্তু এর মধ্যে রয়েছে ঘৃণ্য পাশবিক আচরণ। তাছাড়া এটি একটি হিংস্র প্রাণী। এসব কারণে শুকর খাওয়া হারাম। আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মতে শুকর খাওয়া খুবই ক্ষতিকর।
৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য উৎসর্গিত জন্তু : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে যবেহ করা শিরক।
৫. 'মুনখানিকা' তথা শ্বাসরোধে মৃত জন্তু।
৬. 'মাওকুযা' তথা প্রহারের কারণে মৃত জন্তু।
৭. 'মুতারাদ্দিয়া' তথা উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে মৃত জন্তু।
৮. 'নাতীহা' তথা শিং এর আঘাতে মৃত জন্তু।
৯. হিংস্র পশু কর্তৃক খাওয়ার কারণে মৃত জন্তু।

পাঁচ হতে নয় পর্যন্ত জন্তুসমূহের কথা উল্লেখের পর ইরশাদ হয়েছে : الا ما ذكيتم
অর্থাৎ এ সবের পরও জন্তুকে জীবিত পেয়ে তা যবেহ করা হলে সেটা খাওয়া হালাল।

আল্লাহ ছাড়া কোন দেবতা, শক্তি বা ব্যক্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জন্তু-জানোয়ার যবেহ বা বলি দেওয়া হলে তাও খাওয়া হারাম।

১০. দেবতার উদ্দেশ্য বলি দেওয়া জন্তু, আল্লাহ ছাড়া কোন দেবতা, শক্তি বা ব্যক্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জন্তু-জানোয়ার যবেহ বা বলি দেওয়া হলে তাও খাওয়া হারাম।

এ মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

"তোমাদের জন্য হারাম হয়েছে-১. মৃত জন্তু, ২. রক্ত, ৩. শুকরের মাংস, ৪. আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে যবাইকৃত পশু, ৫. শ্বাসরোধের কারণে মৃতজন্তু, ৬. প্রহারের কারণে মৃত জন্তু, ৭. পড়ে যাওয়ার কারণে মৃতজন্তু, ৮. শিংয়ের আঘাতের কারণে মৃত জন্তু ৯. হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু, তবে যা তোমরা যবাই করতে পেরেছ তা ব্যতীত. ১০. যা মূর্তি এবং দেবীর জন্য বলি দেওয়া হয় সে সব জন্তু, ১১. জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করাও হারাম। উপরে বর্ণিত সকল কাজ হল পাপ।" (সূরা আল-মায়িদা : ৩)

মানুষের জন্য মৃত জন্তু হারাম করে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য পশু-পাখির জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

মৃত জন্তু হারাম হওয়ার কারণ নিম্নরূপ

ক. সুস্থ মানব প্রকৃতি মৃত জন্তুকে ঘৃণা করে। বিবেকবান মানুষ মৃত জন্তু খাওয়াকে মানুষের জন্য নিতান্তই অশোভন ও হীনকাজ বলে গণ্য করে। এ কারণে সকল আসমানী কিতাবে মৃত জন্তু খাওয়াকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।
খ. মৃত জন্তু সম্পর্কে আশঙ্কা থাকে যে, সেটি কোন রোগের কারণে অথবা বিষাক্ত বস্তু খেয়ে মারা গিয়েছে। এরূপ মৃত জন্তু আহার করলে মানুষের বিরাট ক্ষতি হতে পারে।

গ. মানুষের জন্য মৃত জন্তু হারাম করে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য পশু-পাখির জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

তবে রাসূলুল্লাহ (স) দুই প্রকার মৃত প্রাণীকে মানুষের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। একটি মাছ আর অপরটি পঙ্গপাল। ইবনে উমর (রা) বলেন-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال.

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমাদের জন্য দুটি মৃত প্রাণী এবং দু'প্রকারের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত প্রাণী দুটি হল: মাছ ও টিড্ডি (ফড়িং) আর দু'প্রকারের রক্ত হল-কলিজা এবং প্লীহা।

জীবন্ত জন্তুর কোন অংশ কেটে নিয়ে তা ভক্ষণ করা হারাম এবং সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত (মাছ) হালাল।

যে সব জন্তু হারাম-

জীবন্ত জন্তুর অংশ বিশেষ কেটে ফেলার বিধান : জীবন্ত জন্তুর কোন অংশ কেটে নিয়ে তা ভক্ষণ করা হারাম, আরবের লোকেরা জীবন্ত দুম্বার পিছনের দিকের তেলের থলি কেটে নিয়ে তা আহার করতো। মহানবী (স) এ কাজকে হারাম ঘোষণা করেন। আবু ওয়াকিদ আল-লায়সী (রা) বর্ণনা করেন :

ماقطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة

"জীবন্ত জন্তুর কোন অংশ কেটে দেয়া হলে তাও মৃত।" অর্থাৎ মৃত জন্তুর ন্যায় সেটাও হারাম।

মৃত মাছ ও পঙ্গপালের বিধান : শরীআতের বিধান অনুযায়ী মৃত মাছ আহার করা হলাল। নবী করীম (স)-কে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: هو الطهور ماءه والحل ميتته "সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত (মাছ) হালাল।"

পঙ্গপাল সম্পর্কে শরীআতের অনুরূপ বিধান রয়েছে। নবী করীম (স) মৃত পঙ্গপাল খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। হযরত ইবনে আবু লায়লা (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমরা তাঁর সঙ্গে পঙ্গপাল আহার করেছি।"

মৃত জন্তুর চামড়া. হাড়, পশম, শিং ও নখর ব্যবহার করার বিধান

শরীআতে মৃত জন্তু খাওয়া হারাম, কিন্তু মৃত জন্তুর চামড়া, হাড়. পশম, শিং ও নখর ব্যবহার করায় কোন দোষ নেই। তবে শুকর ও কুকুর জীবিত হোক বা মৃত হোক এদের সবকিছুই হারাম।

মৃত জন্তু খাওয়া হারাম, কিন্তু মৃত জন্তুর চামড়া, হাড়, পশম, শিং ও নখর ব্যবহার করায় কোন দোষ নেই। তবে শুকর ও কুকুর জীবিত হোক বা মৃত হোক এদের সবকিছুই হারাম।

শুধু মল ভক্ষণকারী প্রাণীর বিধান

কোন উট, গরু, ছাগল, মোরগ-মুরগী ইত্যাদি হালাল প্রাণী যদি মল খেতে অভ্যস্ত হয় এবং এতে তার শরীরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় তবে এরূপ প্রাণীকে 'জাল্লালা' বলা হয়। এ ধরনের প্রাণীর গোশত খাওয়া এবং দুধ পান করা হারাম। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে-

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) জাল্লালার মাংস খেতে এবং দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।"

অপর এক হাদীসে এসেছে- "রাসূলুল্লাহ (স) খায়বার যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং জাল্লালার উপর আরোহণ করতে এবং তার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।"

কোন উট, গরু, ছাগল, মোরগ-মুরগী ইত্যাদি হালাল প্রাণী যদি মল খেতে অভ্যস্ত হয় এবং এতে শরীরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় তবে এরূপ প্রাণীকে 'জাল্লালা' বলা হয়। এ ধরনের প্রাণীর গোশত খাওয়া এবং দুধ পান করা হারাম।

অপবিত্র বস্তুর বিধান

শরীআতের একটি মূলনীতি, হচ্ছে পবিত্র বস্তু হালাল এবং অপবিত্র বস্তু হারাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করে।" (সূরা আল-আরাফ : ১৫৭)

যে সব বস্তু সাধারণভাবে মানব সমষ্টির সুস্থ রুচিতে নিকৃষ্ট মনে হয় যেমন: পোকা-মাকড়, উকুন ইত্যাদি- এগুলো সবই অপবিত্র বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে এসেছে حرمت عليكم الخبائث "তোমাদের জন্য অপবিত্র ও নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করে দেওয়া হয়েছে।"

অমুসলিম দেশ থেকে প্রাপ্ত গোশতের বিধান

অমুসলিম দেশ থেকে আমদানীকৃত গোশত দুই শর্তে হালাল

ক. হালাল জন্তুর গোশত হতে হবে।

খ. শরীআত অনুমোদিত পদ্ধতিতে যবাইকৃত হতে হবে। উল্লেখিত শর্ত দু'টি না পাওয়া গেলে সেই গোশত খাওয়া হালাল হবে না।

অনন্যোপায় হলে শরীআতের বিধান

অনন্যোপায় হলে কেবল জীবন রক্ষা পায় এ পরিমাণ হারাম গোশত বা বস্তু খাওয়া বৈধ। এ ব্যাপারে মাহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যে জন্তুকে আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবাই করা হয়েছে, তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় অথচ সে নাফরমান কিংবা সীমা লংঘনকারী নয়, সে তা থেকে খেলে তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-বাকারা : ১৭৩)

ইমাম আযম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র)-এর মতে-
(لا ياكل المضطر من الميتة الا مقدار ما يمسك به رمقه)

অর্থাৎ "অনন্যোপায় ব্যক্তি কেবল প্রাণ রক্ষা পায়, মৃত জন্তুর এ পরিমাণ গোশত আহার করতে পারবে।" অন্যের মালিকানাধীন খাদ্যসামগ্রী পাওয়া গেলে অনন্যোপায় ব্যক্তি তা খেতে পারবে, যদিও মালিকের অনুমতি না থাকে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে, পরে মালিককে খাদ্যের বিনিময় পরিশোধ করে দিতে হবে। মালিক উপস্থিত থাকা অবস্থায় যদি অনন্যোপায় ব্যক্তিকে খাদ্য দিতে অস্বীকার করে, তবে ক্ষমতা থাকলে সে জবরদস্তি করে খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ধূমপান করা হারাম-
   ক. কারণ এতে শরীর সতেজ থাকে; খ. এতে সম্পদের অপচয় হয়;
   গ. এতে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়; ঘ. এতে সম্পদের অপচয় ও স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

২. জলচর প্রাণীর মধ্যে-
   ক. কিছুই হালাল নয়; খ. সবই হালাল;
   গ. সবই হারাম; ঘ. একমাত্র মাছ হালাল।

৩. স্থলচর প্রাণীর মধ্যে-
   ক. গৃহপালিত ও কতিপয় হিংস্র প্রাণী হালাল; খ. শুধু গৃহপালিত প্রাণী হালাল;
   গ. শুধু গৃহপালিত পশু হালাল; ঘ. গৃহ পালিত ও অন্যান্য অহিংস্র জন্তু হালাল।

৪. উপর থেকে পড়ে যাওয়া জন্তু, শিং দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত জন্তু-
   ক. মরে গেলে হারাম হয়ে যায়;
   খ. জীবন্ত পাওয়ার পর বিসমল্লিাহ না পড়ে যবাই করলে হালাল হয়ে যায়;
   গ. রক্ত প্রবাহিত হলে হালাল হয়ে যায়;
   ঘ. জীবন্ত পাওয়ার পর বিসমিল্লাহ পড়ে যবাই করলে হালাল হয়ে যায়।

৫. মৃত জন্তুর চামড়া, হাড়, পশম, শিং ও নখর ব্যবহার করা-
   ক. বৈধ; খ. অবৈধ;
   গ. কখনও হালাল; ঘ. কখনও হারাম।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হালাল ও হারাম প্রাণী সম্পর্কে লিখুন।
২. হালাল-হারামের মূলনীতিসমূহ আলোচনা করুন।
৩. কতিপয় হালাল প্রাণীর নাম লিখুন।
৪. সূরা মায়েদায় যে ১০টি বস্তুকে হারাম করা হয়েছে তা উল্লেখ করুন।
৫. মৃত জন্তু হারাম হওয়ার কারণসমূহ বর্ণনা করুন।
৬. শুধু মল ভক্ষণকারী প্রাণীর বিধান আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. হালাল ও হারাম প্রাণী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখুন।